দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 7 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষকে সংস্কৃতিবান করা

-----------ফরাশ উদ্দিন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষার ব্যাপারে দর্শনের একটা দিক আছে আবার বস্তুগত একটা দিকও আছে। শিক্ষা মানব-মূলধন সৃষ্টি করে; কিন্তু শিক্ষার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানুষকে সংস্কৃতিবান করে।

কথাগুলো বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাশ উদ্দিন। গতকাল শনিবার বিকালে জাতীয় জাদুঘরে 'দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষাই হোক মূল বিনিয়োগ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সামাজিক-সাংস্কৃতি সংগঠন 'আমরা সূর্যমুখী' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহিত-উল-আলম। মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, শুধু শিক্ষাই নয়, সংস্কৃতিটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি বড় জিনিস, শিক্ষা তার অংশ। এখানে সংস্কৃতি শব্দটা ব্যবহার করলে ভালো হতো। আমরা বলি মধ্যম আয়ের দেশ। আয় দিয়ে আমরা করব কী যদি আমাদের সংস্কৃতি না থাকে?

ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সাধ্যের মত থাকলে উন্নয়নের যে কোনো মডেলকে গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ধনি-গরিব প্রথমিক শিক্ষার গুণগত মান এক নয়। এটা এক না হলে উচ্চশিক্ষায় বৈষম্য বাড়বে। তিনি বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক্যাল ডিভাইড্যান্টকে দক্ষ শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য বলেন।

অধ্যাপক মোহিত-উল-আলম বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ শতকরা দুইভাগ। এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা ম্যাজিক্যাল রিয়ালিটি। এটা বাস্তবে কিছু নয়। তিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উদাহরণ টেনে বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল্য কম এ কথা সঠিক নয়।

মূল নিবন্ধে অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ বলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে শিক্ষার বিপরীতধর্মী সম্পর্ক বিদ্যমান। চারিদিকে তাকালেই এর সত্যতা চোখে পড়ে।